রুমির গভীর প্রেমালাপ

জালালুদ্দীন রুমি

ইংরেজি অনুবাদ

আজিমা মেলিতা ও মারিয়াম মাফি

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

অনুবাদকের ভূমিকা

তখন ত্রয়োদশ শতাব্দী এবং প্রাচ্যে গোলযোগপূর্ণ এক সময়। পারস্য সাম্রাজ্যে ক্ষমতাসীন মহলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিভক্তি ও দুর্নীতি অতি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। চেঙ্গিস খানের মোঙ্গল বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিম দিকে, একটির পর একটি দেশ দখল ও লুটপাট করছিল। মানুষ বাস করছিল চরম ভীতি ও অবিশ্বাসের মাঝে, তারা তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। পারসিকরা শীঘ্রই মোঙ্গল হামলাকারীদের হাতে ইতিহাসের জঘন্যতম এক হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে।

মাওলানা জালালুদ্দীন মোহাম্মদ রুমি ১২০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পারস্য সাম্রাজ্যের দূর পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্তের বলখে জন্মগ্রহণ করেন, যা এখন আফগানিস্তানের অংশ। তাঁর পিতা বাহা-ই-ওয়ালাদ একজন খ্যাতিমান ধর্মীয় নেতা ছিলেন। অসংখ্য মুরিদ ছিল তাঁর। ধর্মতাত্ত্বিক, শিক্ষক, বিদ্বজ্জন ও ইসলামি আইনবিদদের দীর্ঘ বংশধারার উত্তরসূরি বাহা-ই-ওয়ালাদ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর স্থানীয় শাসকের রোষের শিকারে পরিণত হন। মোঙ্গল বাহিনীর হামলা আসন্ন দেখে রুমির পিতা তাঁর পরিবার ও মুরিদদের নিয়ে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করেন। যুদ্ধ ও বিপর্যয়কর ধ্বংসলীলা চলাকালে তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বিচরণের পর অবশেষে রুম প্রদেশের কোনিয়ায় পৌঁছেন, যা বর্তমানে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। কোনিয়া ছিল বহু সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতীয়তার মিলনকেন্দ্র এবং পাশাপশি এটি ছিল বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিক্ষাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। জালালুদ্দীন রুমি তখন কিশোর, যিনি লালিত হন ভালোবাসা, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক এক পরিবেশে। ইতোমধ্যে ওই প্রদেশের তুর্কি নেতা বাহা-ই-ওয়ালাদকে তাঁর নিজস্ব মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং তাঁর পরিবারকে স্থায়ীভাবে কোনিয়ায় বসবাসের সুযোগ করে দেন। বেশ কয়েক বছর পর পিতার মৃত্যুর পর বিচক্ষণ তরুণ রুমি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শুধু তাঁর পিতার ছাত্রদেরই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন না; বরং নিজ মেধার গুণে আরও অসংখ্য ছাত্রকে আকৃষ্ট করেন।

১২৪৪ সালে রুমির বয়স যখন ছত্রিশ বছর, তখন তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে সকলের সম্মানের পাত্র। ঠিক ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ষাটোর্ধ্ব শামস তাবরিজীর সঙ্গে, যিনি রুমির জীবনের ভিত্তিকে প্রকম্পিত, এক অর্থে বলা যায়, রুমির জীবনকে উলট-পালট করে ফেলেন। শামসের পটভূমি অস্পষ্ট, তাঁর চেহারায় দুর্দশার ছাপ এবং আচরণ রুক্ষ ও একগুঁয়েমিপূর্ণ। একজন দরবেশ অথবা সদা-বিচরণশীল অধ্যাত্মবাদী হিসেবে শামস অতি-উচ্চমার্গীয় সুফি, যিনি প্রেমের আধ্যাত্মিক পথে বিচরণ করছিলেন। রুমি শামসকে মহান এক শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন এবং তাদের প্রথম সাক্ষাৎ থেকে তাঁর প্রতি নিবেদিত হয়ে যান। এই দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ ছিল দুটি প্রমত্তা নদীর মিলিত হওয়ার মতো। তারা উচ্চ মেধাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব, তাঁরা একজন আরেকজনকে এমনভাবে গ্রহণ করেন, যেন তারা দুজনই এমন বন্ধু খুঁজে ফিরছিলেন। শামস জীবনভর এমন একজনের সন্ধান করছিলেন, যিনি সত্যিকার অর্থেই তাঁকে বুঝবেন এবং তাঁর জ্ঞান গ্রহণ করবেন। অবশেষে তিনি রুমির মাঝে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পেয়ে যান। অন্যদের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করেন ধ্যানমগ্ন হয়ে এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা করে। শামস রুমিকে উৎসাহিত করেন শিক্ষকতার দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে, তাঁর সকল প্রিয় গ্রন্থ বর্জন করতে এবং তাঁর ছাত্র ও মুরিদদের কাউকে সাক্ষাৎ দান অস্বীকার করতে। এর পরিবর্তে তিনি তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি, সংগীত, নৃত্য এবং সর্বোপরি কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর প্রেমের পথে চালিত করেন। রুমির মাঝে এ ধরনের পরিবর্তনে অনেকে ভ্রু-কুঞ্চিত করেন, তারা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন এবং রুমির একনিষ্ঠ মুরিদদের মধ্যে ঈর্ষা জেগে ওঠে। তারা শামসকে উচ্ছৃঙ্খল বৃদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তারা মনে করেন, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটি তাদের মহান শিক্ষকের সাহচর্যে থাকার অযোগ্য। কারণ তাঁর আগমনে তাদের সঙ্গে ওস্তাদ রুমির দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। শামসের প্রতি রুমির মুরিদদের বৈরী আচরণে শেষ পর্যন্ত শামসের পক্ষে তাঁর প্রিয় বন্ধুর পাশ থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আন্য কোনো উপায় ছিল না। তিনি হঠাৎ সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে যান তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কোনো নিশানা না রেখেই।

বন্ধুর অন্তর্ধানের খবর রুমিকে মুরিদদের কাছ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তিনি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও অস্বীকার করেন। নিবিড় এক বন্ধুর কাছ থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে বন্ধুর জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর ব্যথার প্রকাশ ঘটাতে। তাঁর মুরিদরা এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে পড়েন এবং তারা স্বীকার করেন যে, রুমির সঙ্গে আর কখনো দেখা না হওয়ার চেয়ে বরং শামসকে ফিরিয়ে আনাই উত্তম। মাসের পর মাস ধরে অনুসন্ধানের পর অবশেষে শামসের কাছ থেকে রুমি একটি চিঠি পান। শামস তখন দামেশকে অবস্থান করছিলেন। রুমি বেশ কিছু সংখ্যক মুরিদসহ তাঁর বড় ছেলে সুলতান ওয়ালাদকে পাঠান শামসকে অনুনয় করে কোনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে। যে মুহূর্তে রুমি পুনরায় শামসকে দেখতে পান তখন তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। তারা তাদের আধ্যাত্মিক আলোচনা শুরু

করেন এবং নিজেদের আত্মমগ্ন করে ফেলেন গান ও ঘূর্ণায়মান আধ্যাত্মিক নৃত্য 'সামা'র মধ্যে। কিছুসময়ের জন্য শামস ও রুমি মুরিদদের ঈর্ষার দৃষ্টি থেকে মুক্ত ছিলেন। রুমি এ সময়ে এমনকি শামসকে কিমিয়া নামে এক তরুণীকে বিয়ে করার জন্য রাজি করায়, কিমিয়া রুমির পরিবারের সদস্য ছিলেন। শামস বাস্তবিকপক্ষেই কিমিয়ার প্রেমে পড়েন, কিন্তু তা স্থায়ী হওয়ার ছিল না। মাত্র এক বছর পর আকস্মিক অসুস্থতায় কিমিয়ার মৃত্যু ঘটে। দুঃখ-বিষাদে এবং রুমির ঘনিষ্ঠ মহলের লোকজনের আচরণে অসন্তুষ্ট শামস আবারও নিরুদ্দেশ হয়ে যান– এবারের অন্তর্ধান ছিল রুমির কল্যাণের জন্য।

শামস তাবরিজীর কী ঘটেছিল সেটা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। অনেকে বলেছেন রুমির ছোট ছেলে আলাউদ্দিনের সহযোগিতায় তাঁর মুরিদগণ শামসকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ এক কূপে নিক্ষেপ করেন। অন্যেরা বলেন যে শামস উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর বিদায় নেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে এবং তিনি যদি রুমির সাহচর্যে রয়ে যান তাহলে রুমির আধ্যাত্মিক বিকাশ অবরুদ্ধ হবে। কেউই এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত ছিলেন না। সম্ভবত এটি গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার ছিল না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, রুমির জীবনে শামসের আবির্ভাব সঠিক মুহূর্তে হয়েছিল এবং একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত ধর্মীয় নেতাকে তিনি আলোকিত সত্তায় রূপান্তরিত করেছিলেন। রুমির জীবনে তিনি সূর্যের মতো ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন এবং যেভাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল ঠিক একইভাবে তাঁর অন্তর্ধান ঘটেছে।

রুমি এবং শামস মোট দুই বছর একত্রে অতিবাহিত করেন। এরপর রুমি মহান এক সুফি কবিতে পরিণত হন, আজ তাঁকে আমরা যেভাবে জানি। তাঁর ঠোঁটে শামসের প্রশংসা, সত্য ও প্রেমের কবিতার ঝরনা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা এত বেশি ছিল, যা তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, সত্যিকার অর্থে যে বন্ধুকে তিনি আকাঙ্ক্ষা করছেন তা তাঁর অন্তর্নিহিত সত্তা, শামস যার প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে তাঁর মাঝে ঘটিয়েছেন। তিনি সূর্যে পরিণত হন, যা তাঁকে উষ্ণতা দেয় এবং হৃদয়কে রূপান্তরিত করে, সকল বিশ্বাস, শ্রেণি ও ধর্মের মানুষকে আকৃষ্ট করে। ১২৭৩ সালে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, গ্রিক, আরব, পারসিক ও তুর্কিরা ছিল। রুমি মৃত্যুকে বলেছেন চিরন্তন সত্তার সঙ্গে বিবাহ এবং সাত শতাব্দী ধরে তাঁর কথাগুলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে : "আমার জন্য কেঁদো না... একথা বলো না যে কত দুঃখ... তোমাদের কাছে আমার মৃত্যু সূর্যাস্ত মনে হতে পারে... কিন্তু আসলে এটি ভোর।"

আজ আমাদের হাতে যা আছে তা রুমির পরিভ্রমণ, তাঁর সংগ্রাম এবং তাঁর উপস্থিতি বিদ্যমান কবিতায় লেখা সীমাহীন শিক্ষার মধ্যে : দিওয়ান-ই-কবির এবং মসনবি। রুমির রুবাই, চতুর্পদী ১,৬৫৯ স্তবকে সমন্বিত, যা পাশ্চাত্যে তেমন পরিচিত নয়। তাঁর অনেক চতুর্পদী কবিতা সংগীতে রূপ দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো সুফি সমাবেশ ও ঘূর্ণায়মান নৃত্যের মাঝে পরিবেশন করা হয়। সেগুলো

রুমির জীবনের কোন পর্যায়ে লেখা হয়েছে তা কেউ সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না। কিছু লেখা হয়েছে রুমি যখন শামসের সঙ্গে ছিলেন, অন্যগুলো শামসের অন্তর্ধানের পর রুমির মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়েছে। স্ফটিকের মতো সেগুলো রংধনুর রঙের সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং ভেতরে বিশ্বকে ধারণ করে রাখে। আমরা যখন সেগুলো আমাদের হাতে ধারণ করি, তখন সেগুলোর রহস্য আমাদের আটকে রাখে। সেসবের স্বচ্ছতা অন্তরের স্থান ও আকাঙ্ক্ষার বিস্ময়ের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। ফারসি ক্যালিগ্রাফিতে রুমির কথাগুলো যেন পানির ওপর লেখা, সেগুলো নৃত্য করছে এবং আমাদের আত্মাকে আলিঙ্গন করছে। সেগুলো মানুষের ভিড়ের মাঝে প্রেমিক-প্রেমিকার চুপিচুপি বলা কথার মতো মনে হয়। সেই কথাগুলোকে আপনাদের কানে সুমধুর হয়ে বাজতে এবং আপনাদের হৃদয়কে ভেদ করতে দিন। সেগুলো আপনাদের এমন স্থানে নিয়ে যাবে, যখন আপনাদের সত্তা অবস্থান করবে বাড়িতে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি দুই বন্ধুর মধ্যে আনন্দময় সাক্ষাতের ফলশ্রুতি। ফারসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে দুই অনুবাদক আজিমা মেলিতা ও মারিয়াম মাফি প্রথমে কবিতা নির্বাচন ও অনুবাদ করার চেয়ে তাদের উভয়ের প্রয়াস ছিল আটশ বছর আগে রুমির সঙ্গে একত্রে সময় কাটানোর মানসিক আবহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের উপলব্ধিকে আরও গভীর করা। তারা বলেছেন যে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন রুমির ব্যবহৃত ভাষায় লুক্কায়িত সূক্ষ্মতার উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য। যখন হীরক খণ্ড কেটে সুনির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয় তখন হীরকের ঔজ্জ্বল্যের বিভিন্ন মাত্রা ও গভীরতার মতো রুমির কবিতা প্রতিবার পাঠের সময় এর রঙের আরও স্তর, কোণ এবং মর্মার্থ প্রকাশ পেতে থাকে। রুমির কবিতার বিশাল সমুদ্রে ডুব দেওয়ার অভিজ্ঞতা পরিণত হয় বিরাট বিস্ময়, আবিষ্কার ও আনন্দে। অনেক সময় তারা বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, আবার অনেক সময় শব্দ হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু প্রতিবারের প্রচেষ্টায় তারা আরও সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং রুমির প্রতি আরও ভালোবাসায় মগ্ন হয়েছেন। তাদের এই উপলব্ধিকে বাংলাভাষায় উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। আশা করি রুমি-প্রেমিকরা আমার প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক, ২০ আগস্ট ২০২২

১

হে প্রিয় হৃদয়, কোথা থেকে তুমি প্রিয়তমাকে খোঁজার সাহস পাও
যখন তুমি জানো তোমার মতো আরও কতজনকে সে ধ্বংস করেছে?
আমার হৃদয় বলে ওঠে, আমি ওসবের পরোয়া করি না,
প্রিয়তমার সাথে এক হওয়াই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

২

প্রথমে আমাকে সে প্রলুব্ধ করেছিল সীমাহীন প্রেমে,
অবশেষে আমাকে দগ্ধ করেছে যন্ত্রণা ও বিষাদে,
এই দাবাখেলায় তাকে জয় করার জন্য
আমাকেই পরাজিত হতে হয়েছিল।

৩

আমরা আবদ্ধ নিবিড় বন্ধনে, আমি মাটি তুমি পদক্ষেপ,
তবুও কেমন একতরফা এই প্রেম!
আমি তোমার পৃথিবী দেখতে পাই,
কিন্তু তোমাকে, না, তোমাকে দেখতে পাই না।

৪

তোমার উপস্থিতিতে আমি ঘুমোতে পারি না,
তোমার অনুপস্থিতিতে অশ্রু আমাকে ঘুমোতে বাধা দেয় ।
হে প্রিয়া, প্রতিটি বিনিদ্র রাতে যদি তুমি আমাকে দেখো,
তাহলেই শুধু তুমি এর পার্থক্য খুঁজে পাবে ।

৫

ইবাদত কুয়াশা দূর করে আত্মায় ফিরিয়ে আনে প্রশান্তি
প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় হৃদয়কে গাইতে দাও,
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই।'

৬

আমি আমার জীবনের পানে তাকিয়ে দেখতে পাই
আমার আত্মার একমাত্র সঙ্গী ছিল শুধু প্রেম,
আমার আত্মার গভীর থেকে আর্তনাদ ওঠে:
'অপেক্ষা কোরো না, প্রেমে আত্মসমর্পিত হও ।

৭

তুমি কি তোমার আত্মাকে খুঁজছো?
তাহলে তোমার কারাগার থেকে বের হয়ে এসো।
ঝরনা ছেড়ে নদীতে এসো, কারণ নদী প্রবাহিত হয়
সমুদ্রে মিলিত হওয়ার জন্য।
পৃথিবীতে মগ্ন থেকে তুমি পৃথিবীকেই পরিণত করেছো তোমার বোঝায়,
পৃথিবীর ঊর্ধ্বে ওঠো, সেখানে আরেকটি কল্পলোকের অস্তিত্ব আছে।

৮

তোমার মোহ আমাকে টেনে নিয়েছিল উন্মাদনার প্রান্তে
আমি আমার আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম,
যখন ভীরুতা আমাকে গ্রাস করেছিল, তুমি আমার হৃদয় ছুঁয়ে
আমাকে রূপান্তর করে তোমার কল্পনার কোনো রূপ দিয়েছো ।

৯

সারা বছর জুড়ে প্রেমিক উন্মাদ থাকে,
থাকে আলুথালু, প্রেমকাতর এবং অসম্মানিত,
প্রেম ছাড়া যন্ত্রণা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না,
যদি প্রেম থাকে তখন কে অন্য কিছুর পরোয়া করে?